দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ: ১৭.৯.MAR. 2015
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ২

বেসরকারি পলিটেকনিকের নামে বাণিজ্য

পলিটেকনিক শিক্ষার যথাযথ গুরুত্ব উপলব্ধি করিবার বিষয়টি খুব বেশি আগের কথা নহে। কয়েক দশক পূর্বেও, প্রথম দিকে, পলিটেকনিক শিক্ষার ব্যাপারে এক ধরনের উন্নাসিকতা ছিল। কিন্তু কারিগরি শিক্ষা আমাদের মতো তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশে বিপুল জনসংখ্যার একটি অংশকে কী চমৎকারভাবে মানবসম্পদে পরিণত করিতে পারে—তাহা ক্রমশ দিবালোকের মতো স্পষ্ট। যখন ইহা স্পষ্ট হইল যে, কারিগরি শিক্ষা লইয়া বেশ অর্থবহ একটি জীবিকার সংস্থান করা সম্ভবপর হয়, তখন কিছু সুযোগসন্ধানীও উঠিয়া পড়িয়া লাগিল ইহাকে লইয়া স্রেফ ব্যক্তিগত ব্যবসা বা অর্থউপার্জন করিতে। গত মঙ্গলবার ইত্তেফাকে প্রকাশিত প্রতিবেদনে ইহার ভয়ঙ্কর দিকটিই উঠিয়া আসিয়াছে।

বর্তমানে দেশে রহিয়াছে বেসরকারি ৩৭৩টি পলিটেকনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। একটি নীতিমালার আলোকে এইসব প্রতিষ্ঠান অনুমোদন প্রদানের ক্ষমতা কারিগরি শিক্ষাবোর্ডের। নীতিমালার শর্তপূরণ হইলেই কেবল অনুমোদন পাইবে—এমন নির্দেশনা থাকিলেও তাহা বোর্ডের সংশ্লিষ্ট শাখার কর্মকর্তা ও পলিটেকনিকের কর্ণধাররা অনুসরণ করিতেছে না বলিয়া অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে। দেখা গিয়াছে, অধিকাংশ বেসরকারি পলিটেকনিকে অভাব রহিয়াছে শিক্ষা উপকরণ এবং প্রশিক্ষকের। পর্যাপ্ত অবকাঠামোর অভাবও প্রকট হইয়া দেখা দিয়াছে। কয়েকটি কক্ষ ভাড়া লইয়াই কার্যক্রম চলিতেছে চার বৎসর মেয়াদী ডিপ্লোমা কোর্সের। প্রতিবেদনে বলা হয়, নীতিমালা অনুযায়ী অনুমোদনের যোগ্য নয়, এমন কয়েকশত প্রতিষ্ঠান অনুমোদন দিয়াছে কারিগরি শিক্ষাবোর্ড। ল্যাবরেটরি ছাড়াও প্রতিষ্ঠান অনুমোদনের শর্ত হিসাবে দেড়শত হইতে দুইশত বর্গফুটের অধ্যক্ষ, অফিস, একাডেমিক, লাইব্রেরি কক্ষসহ নয়টি সাধারণ কক্ষ থাকিতে হইবে। তাহা ছাড়া প্রতিটি টেকনোলজির জন্য থাকিতে হইবে ৪০০ বর্গফুটের শ্রেণিকক্ষ। পদার্থ ও রসায়নের জন্য থাকিবে পৃথক সাধারণ ওয়ার্কশপ। প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের নীতিমালায় ল্যাবরেটরির কথা থাকিলেও তাহার ব্যত্যয়ই যেন নিয়ম হইয়া গিয়াছে! দেখা গিয়াছে, দেশের অধিকাংশ পলিটেকনিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নীতিমালার অর্ধেক শর্তও পূরণ করিতেছে না। কারিগরি বোর্ড কর্তৃপক্ষ যথাযথভাবে নিয়মিত পরিদর্শন করিলে ৯০ শতাংশ প্রতিষ্ঠানকেই বাতিল করিতে বাধ্য হইবে। অথচ নিয়মিত পরিদর্শন বা নজরদারির কথা থাকিলেও 'পরিদর্শন করা হয়েছে' দেখানো হইয়া থাকে বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠানে। এই অভিযোগও গুরুতর যে, বোর্ডের কর্মকর্তাদের খুশি করিতে পারিলেই নাকি 'ভালো' তালিকায় থাকা যায়! সেই কারণেই সম্ভবত প্রতিষ্ঠানটি উন্নয়নের প্রতি নজর নাই পলিটেকনিকগুলির কর্ণধারদের।

বিষয়টি উদ্বেগের শুধু নহে, ইহা আমাদের জাতিগত দীন মানসিকতারই বহিঃপ্রকাশ। এইসব রুগ্ন প্রতিষ্ঠান হইতে শিক্ষার্থীরা যথার্থ শিক্ষা লাভ না করিয়াই জীবনের মূল্যবান চারটি বৎসর পার করিতেছেন। আরও উদ্বেগের কথা হইল—চাহিদা অনুযায়ী অবকাঠামো, শিক্ষা উপকরণ, শিক্ষক না থাকা সত্ত্বেও শিক্ষার্থীরা শিক্ষাবর্ষের নির্দিষ্ট সময় পার করিতে পারিলেই পাস করিয়া যাইতেছেন! প্রকৃতপক্ষে কিছু না শিখিয়াই তাহারা একখানি সনদ পাইতেছেন। অতঃপর প্রতিযোগিতামূলক চাকুরীর পরীক্ষায়, তাহারা যথারীতি 'ব্যর্থ' হইতেছেন, তাহাদের মনে জন্ম লইতেছে গভীর হতাশা। তাহার ফল আরও মারাত্মক। এইভাবে সময় ও অর্থ অপচয় করিবার পর পরিবার, সমাজ ও সংসারের প্রতিও তাহারা বীতশ্রদ্ধ হইয়া উঠিতেছে। সুতরাং এই শিক্ষাবাণিজ্য বন্ধ করিয়া প্রতিষ্ঠানসমূহে যথাযথ শিক্ষালাভের পরিবেশ তৈরি করিবার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হউক।